সংবাদ
তারিখ ৬।৪।৮১
১ ৬
229

দিনাজপুরের জনপদে- ১১

গণশিক্ষা কার্যক্রমের মূল্যায়ন

(উত্তরাঞ্চলীয় প্রতিনিধি)

গণশিক্ষার যতটুকু কাজ হয়েছে দিনাজপুর জেলায়, সে সম্পর্কে একটি মূল্যায়ন জরিপ ময়মনসিংহ মৌলিক শিক্ষা একাডেমীর উদ্যোগে পরিচালিত হয়। আজকের প্রতিবেদনে সেই মূল্যায়ন জরিপ পরিবেশন করছি। তবে তার আগে 'নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত' কচুবাড়ী কেষ্টপুর গ্রাম সম্পর্কে আরও কিছু কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি।

আজ থেকে ৯ বছর আগে যে গ্রামে সাক্ষরতা অভিযান সফল হয়েছে সে গ্রামের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি আজ এত বছর পরে সামান্যতম হয়নি। কচুবাড়ী কেষ্টপুরে ভূমিহীনের সংখ্যা বেড়ে গেছে, জন্মহার বেড়ে গেছে, একরপ্রতি ফসল উৎপাদন পরিমাণ কমে গেছে, কৃষি ঋণের পরিমাণ বেড়েছে, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে লোকজন উৎসাহী নয়। এসব খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, গ্রামবাসী নিজের নামটিই শুধু সই করা শিখেছে, এ থেকে কোন রকম শুভ ফল পাওয়া যায়নি। এমনকি সাধারণভাবে সচেতন হয়ে ওঠেনি গ্রামবাসী তাদের সমস্যা ও দাবীর ব্যাপারে।

কচুবাড়ী কেষ্টপুর গ্রামের লোকসংখ্যা '৭২ সালে ছিল ৭২০ জন, '৭৮ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৫২ তে আর এখন লোকসংখ্যা ৭৮৮ জন। এদের মধ্যে ভূমিহীন কৃষক রয়েছে ৫০ জন, বেকার ৩৫ জন। দু'বছর আগে ভূমিহীনের সংখ্যা ছিল ৪৫ জন।

গ্রামে জমির পরিমাণ ৮০০ একর, এর মধ্যে আবাদ হয় প্রায় ৫০০ একরে। একরপ্রতি গড়ে ১৫ মণ ধান, ৩০০ মণ আখ ও ৭ মণ পাট উৎপন্ন হয়। গমের উৎপাদনও ভাল নয়।

আবাদ সম্পর্কে আলাপ হলো গ্রামের কৃষক আকবর আলীর সাথে। ১০ বিঘা জমি আছে তার। এর মধ্যে গতবছর ২ বিঘাতে সোনালিকা গমের আবাদ করেছিল। বিঘায় ৬ মণ হিসেবে ৬ × ২ = ১২ মণ গম পেয়েছিল সে। সে জানালো, গমের ক্ষেতের জন্যে উপযুক্ত যত্ন-পরিচর্যা করেনি। হাল ছিল নিজের, শ্রমও দিয়েছে নিজের গতর খাটিয়ে তবুও বীজ সার সেচ ইত্যাদিতে খরচ হয়েছে ৭৪০ টাকা। ১২ মণ গম বিক্রি করে পেয়েছে ১০০০ টাকা অর্থাৎ, দৃশ্যতঃ ২ বিঘা জমির ফসলে ২৬০ টাকা মুনাফা। কিন্তু, হাল খরচ, দিন মজুরি খরচ ধরলে সে মুনাফা আর থাকে কোথায়?

গ্রামের আরেকজন কৃষক সফির উদ্দিন। জমি আছে ২০ বিঘা। '৭৪ সালে গ্রামের কৃষক সমবায় সমিতির সদস্য হয় সমবায় ব্যাংক থেকে ঋণ সুবিধে নেয়ার কারণে। এখানে ঋণ হয়েছেই, আবার ঠাকুরগাঁও সোনালী ব্যাংক থেকে ৫০ টাকা ঘুষ দিয়ে ১১ শ টাকা ঋণ নিয়েছে সফির উদ্দিন ঋণ কি করে শুধবে, নিজেই বলতে পারে না। সফিরউদ্দিন যে গ্রাম কৃষক সমবায় সমিতির সদস্য, সে সমিতি সম্পর্কেও তার কোন ধারণা নেই। গ্রামের আর কে কে ঐ সমিতির সদস্য তা-ও সে জানে না।

কৃষক খায়রুল আলম আলু আবাদের কথা বলে সাড়ে ৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছে সোনালী ব্যাংক থেকে। এ জন্যে মোট ৭০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে বলে সে জানায়।

কৃষক মনসুর। গমের জন্যে ঋণ নিয়েছে ২ হাজার ৬৫০ টাকা, সোনালী ব্যাংক থেকে, ২ একর জমি দেখিয়ে। এজন্যে ১৮০ টাকা 'চা-পান' খরচ হয়েছে তার। কৃষকরা যখন এইসব বিবৃতি দিচ্ছিলেন, তখন পাশে বসা ছিলেন ঠাকুরগাঁও মহকুমা প্রশাসক। কৃষকরা সামনেই আমার প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, কৃষি ঋণের জন্যে ব্যাংক-কে চা-পানির নামে যে ঘুষ দিতে হচ্ছে, সে কথা তারা পরে অস্বীকার করবে না।

কচুবাড়ী কেষ্টপুরে ভূমিহীন কৃষক আছে, কিন্তু ভূমিহীন সমিতি আজও গড়ে ওঠেনি। কৃষক সমবায় সমিতি খুব একটা সুবিধেজনক সাংগঠনিক অবস্থায় নেই।

গ্রামে মোট ৫৪৫ জন রয়েছেন যারা শুধু স্বাক্ষর দিতে জানেন, কিন্তু পরবর্তী সময়ে আর লেখাপড়া করেননি। এদের মধ্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক হলো ২৮৬ জন। ঐদের জন্যে স্কুল চালু করা অবিলম্বে প্রয়োজন।

গ্রামে বিবাহিত পুরুষসংখ্যা ১৫৮ জন, বিবাহিতা মহিলা সংখ্যা ১৮০ জন। এমন গরমিলের কারণ? কারণ হলো, কয়েকজনের বিবি আছে একাধিক। যেমন, গ্রামে দু'জন ইউপি সদস্য পাওয়া গেলো যাদের বিবি ৩ জন করে।

পরিবার পরিকল্পনার কাজ সুবিধেজনক হচ্ছে না গ্রামে। লোকজন মোটিভেটেড নয়। ৩৩৮ জন বিবাহিত পুরুষ-মহিলার মধ্যে মাত্র ২৫ জন জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহার করেন। গ্রামে পরিবার পরিকল্পনার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন ১ জন মহিলা। কালে ভদ্রে তার দেখা পায় গ্রামবাসী।

গ্রামে ২ একরের পুকুর আছে ১টি। কৃষি সমবায় সমিতির মাধ্যমে মাছের চাষ হচ্ছে, তবে তা পরিকল্পিত নয়। এবছর ৩ হাজার মাছের পোনা ছাড়া হয়েছে। তবে একজন অভিযোগ করলেন, মাছের পোনার দর যখন ৩শ' টাকা, তখন তা ৫শ' টাকায় কেনা হয়েছে। কিন্তু কেনো? এর জবাব দিতে পারেননি গ্রাম নেতৃবৃন্দ।

গ্রামের লোকজনের স্বাস্থ্য ভাল নয়। শিশু-কিশোর যারা চোখে পড়েছে, তাদের অধিকাংশই অপুষ্টির শিকার। খালি পা, ফোলা পেট, বুকের হাড় প্রকটভাবে বের হওয়া। এদের সমস্যা সম্পর্কে নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত গ্রামটির যুবকরা সচেতন কি-না জানবার জন্যে ওদের প্রশ্ন করলাম—আপনারা এদের সম্পর্কে কি ভাবছেন? আপনাদের গায়ে জামা আছে, আর এরা এই শীতেও উলঙ্গ শরীরে—এটা কেমন দেখাচ্ছে?

জবাবে কেউ কপাল কুচকালেন, আবার কেউ বোকার মতো হাসলেন, আর গণশিক্ষার নেতা মোকসেদ আলী আমার হাতে হাত মিলিয়ে সে হাত ছোয়ালেন নিজের বুকে, বলেন দোয়া রাখবেন।

গণশিক্ষা মূল্যায়ন

ময়মনসিংহ মৌলিক শিক্ষা একাডেমীর উদ্যোগে দিনাজপুরে এক মূল্যায়ন-জরিপ অনুষ্ঠিত হয় গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে। ঠাকুরগাঁও প্রাইমারী ট্রেনিং ইন্সটিটিউট এই জরিপ পরিচালনা করে। ৬৬টি গণশিক্ষা কেন্দ্রে ২০৩৪ জনের ওপর এই মূল্যায়ন জরিপ চালানো হয়েছে। অবশ্য জরিপ চালানোর কথা ছিল ২২০০ জনের ওপর; কিন্তু প্রাপ্ত প্যাকেটে প্রশ্নপত্র কম থাকায় ২০৩৪ জনকে এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ঐ ৬৬টি গণশিক্ষা কেন্দ্রের কার্যকাল ১ থেকে ৯ মাস। কেন্দ্রগুলোর এলাকায় পুরুষ-মহিলা মিলিয়ে মোট জনসংখ্যা ৩০,৪২৮ জন। এদের মধ্যে ১১ বছরের উর্ধ্বে নিরক্ষর সংখ্যা ২৩,৪৩৮ জন।

মূল্যায়ন চলাকালে ঐ ৬৬টি কেন্দ্রে প্রথম দিনের উপস্থিতি-সংখ্যা ছিল: পুরুষ ২৬৫৩ জন, মহিলা ১১১২ জন। তথ্য গ্রহণ দিনে উপস্থিত ছিল পুরুষ ১৫৯১ জন, মহিলা ৪৪৩ জন।

ঐ ২০৩৪ জনের মধ্যে গণশিক্ষার পুরো বই পাঠ করেছে ১১৬৫ জন, অংশবিশেষ পাঠ করেছে ৮৬৯ জন।

২০৩৪ জনের মধ্যে কৃষক ১১৭৩ জন শ্রমিক ১৩০ জন, বেকার ৮৬ জন, মহিলা ৫৫৬ জন, অন্যান্য পেশার ৮৯ জন।

৬৬টি গণশিক্ষা কেন্দ্রের ৫০টি কেন্দ্রে কোন তত্ত্বাবধায়ক ছিল না।

ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সাহায্য পেয়েছে ১৫টি কেন্দ্র, ধনী ব্যক্তি চালিয়েছে ৪টি কেন্দ্র, চাঁদা সংগ্রহ অথবা অন্য কোনভাবে চলেছে ৪৭টি কেন্দ্র।

মূল্যায়নের কারণে ৬৬টি কেন্দ্রে ২০৩৪ জনের এক পরীক্ষা নেয়া হয়। এতে:

(১) পড়ার জন্যে ১ থেকে ৪ নম্বর পেয়েছে পুরুষ ১৯৮ জন, মহিলা ৭৩ জন। ৫ থেকে ৯ নম্বর পেয়েছে পুরুষ ১৪৫ জন মহিলা ৪৫ জন। ১০ থেকে ১৪ নম্বর পেয়েছে পুরুষ ৩৫৩ জন মহিলা ৮৯ জন। ১৫ থেকে ১৯ নম্বর পেয়েছে পুরুষ ৪৮৪ জন, মহিলা ১০৭ জন। ২০ থেকে ২৪ নম্বর পেয়েছে পুরুষ ২৫২ জন মহিলা ৯০ জন। ২৫ এবং তার ওপরে নম্বর পেয়েছে পুরুষ ১৫৯ জন মহিলা ৩৯ জন।

(২) লেখার জন্যে ১ থেকে ৪ নম্বর পেয়েছে পুরুষ ৪১৯ জন, মহিলা ১১২ জন। ৫ থেকে ৯ নম্বর পেয়েছে পুরুষ ১৫২ জন, মহিলা ৩৮ জন। ১০ থেকে ১৪ নম্বর পেয়েছে পুরুষ ৩৫০ জন, মহিলা ৯৩ জন। ১৫ থেকে ১৯ নম্বর পেয়েছে পুরুষ ৩১৯ জন, মহিলা ৭৯ জন। ২০ থেকে ২৪ নম্বর পেয়েছে পুরুষ ২৬৩ জন, মহিলা ৮৯ জন ২৫ এবং তার ওপরে নম্বর পেয়েছে পুরুষ ৮৮ জন, মহিলা ৩২ জন।

(৩) শুধু গণনার জন্যে: ১ থেকে ৪ নম্বর পেয়েছে পুরুষ ৪১৮ জন, মহিলা ১২৪ জন। ৫ থেকে ৯ নম্বর পেয়েছে পুরুষ ১৫০ জন, মহিলা ৩৪ জন। ১০ থেকে ১৪ নম্বর পেয়েছে পুরুষ ১৬৮ জন, মহিলা ৪২ জন। ১৫ থেকে ১৯ নম্বর পেয়েছে পুরুষ ২৩৫ জন মহিলা ৫৯ জন। ২০ থেকে ২৪ নম্বর পেয়েছে পুরুষ ৩০৪ জন, মহিলা ৯১ জন। ২৫ এবং তার ওপরে নম্বর পেয়েছে পুরুষ ৩১৬ জন, মহিলা ৯৩ জন।

শিক্ষক

ঐ ৬৬টি গণশিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষক ছিলেন ২৩৬ জন। এঁদের মধ্যে ৭০ জন নিজেদের পছন্দমত সময়ে শিক্ষা দান করেছেন।

শিক্ষকরা ১৪২ জন লেখাপড়া, ৬ জন বর্ণ পরিচয়, ৪৩ জন বড়দের বই ও ৪৫ জন অন্যান্য বই পড়েছেন।

এদের মধ্যে এস, এস, সি পাস ৫৬ জন, এইচ এস সি পাস ৯জন ডিগ্রীধারী ৫জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মাত্র ১৪ জন ও অন্যান্য ১৫২ জন।

শিক্ষকদের মধ্যে ১৭৭ জনের পেশা কৃষিকাজ ১২ জনের পেশা চাকরি বেকার ১০ জন ব্যবসায়ী ৩জন, ছাত্র ২৭ জন, অন্যান্য ৭ জন।

২৩৬ জন শিক্ষকের মধ্যে ৩০-এর মধ্যে বয়স ১৫৮ জনের ৩১ থেকে ৪৫ বছর বয়স ৫৮ জনের, ৪৫-এর উর্ধে বয়স ২০ জনের।

২৩৬ জনের মধ্যে ৮৬ জন শিক্ষক 'আপনি' বলে ও ৩২জন 'তুমি-তুই' বলে শিক্ষার্থীদের সম্বোধন করেন। বড়দের 'আপনি' ও ছোটদের 'তুমি-তুই' বলেন ১১৮ জন।

২৩৬ জন শিক্ষকের মধ্যে ১০৫ জন পাঠ্য পুস্তক বিতরণ সম্পর্কিত সমস্যা, ১৫ জন কেন্দ্র বাছাইয়ের সমস্যা, ৫৩ জন শিক্ষার্থীদের আগ্রহ না থাকার সমস্যা, ৪ জন ট্রেনিং না থাকার সমস্যা, ৪২ জন প্রশাসনিক সহযোগিতার অভাব ও ১৭ জন তত্ত্বাবধান, সম্পর্কিত সমস্যায় ভুগেছেন।

অন্যান্য তথ্য

৬৬টি গণশিক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে ২৪টি বসেছে গ্রামের কোন বৈঠকখানায় ১৬টি বসেছে স্কুলে ১৪টি বসেছে ক্লাবে ৪টি মসজিদে ৮টি বসেছে গ্রামের কোন বাড়ীর উঠানে।

ক্লাস বর্জন

মূল্যায়ন-জরিপে দেখা যায়, পারিবারিক অসুবিধার জন্যে ৭৮৯ জন শিক্ষার্থী, দৈহিক অসুস্থতার জন্যে ৪৪ জন, কাজের ক্ষতির জন্যে ৫৯৯ জন, কঠিন পাঠ্য বইয়ের কারণে ১০ জন পাঠ দানের ত্রুটির জন্যে ১৪জন ও অন্যান্য কারণে ২৭৫ জন শিক্ষার্থী ক্লাস বর্জন করেছে।

পি,টি,আই,-সুপার

ঠাকুরগাঁওস্থ প্রাইমারী ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের সুপারিনটেনডেন্ট সাহেবের সাথে গণশিক্ষার ব্যাপারে কথা হলো। তিনি জানালেন, তাঁর এই প্রতিষ্ঠানে ২ মাস আগে একটি গণশিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়। প্রথমদিনের উপস্থিতি ছিলো ১৫ জন। এখন উপস্থিত থাকে মাত্র ২ জন।

সুপারের অভিজ্ঞতা ও মতামত (১) দশ বছর বয়সের নীচে শিক্ষার্থী বেশী আসে, ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়সের শিক্ষার্থী পাওয়া যায় না। (২) দরিদ্র শ্রেণীর কৃষক ক্ষেত মজুর শ্রমিককে মোটিভেটেড করা খুব মুস্কিল হচ্ছে। এবং অধিকাংশই বুঝতে চাচ্ছে না যে, পড়াশোনা করে তাদের লাভ কি হবে। (৩) একজন ধুনাইকর নিজে যেচে আসে আমার (সুপার)-বাসায়। সে বললো আমি পড়তে চাই। সব রকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে আমি পড়ানো শুরু করলাম। কিন্তু ২ দিন পরই সে পড়তে আসা বন্ধ করে দিলো। তার সাথে দেখা করলাম। ধুনাইকর বললো যে সারাদিন খাটুনির পর সন্ধ্যায় পড়তে বসার মতো মানসিক অবস্থা তার থাকে না। তাই সে পড়তে আসা বন্ধ করেছে। (৪) একজন দরিদ্র ক্ষেত মজুর অথবা শ্রমিককে পড়তে বলার সাথে সাথে তাকে বোঝাতে হবে যে, পড়াশোনা করলে তার কি কি উপকার হবে। পড়াশোনা করেও যদি তার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি না হয়, তাহলে সে হতাশ হয়ে পড়বে এবং অন্যরাও তার দেখাদেখি পড়াশোনায় উৎসাহ হারাবে। (৫) শিক্ষার্থীদের ইনসেনটিভ দিতে হবে। (৬) পাঠ পদ্ধতি আরও সহজ করতে হবে, পাঠ উপকরণ সহজে হাতের কাছে পৌছে দিতে হবে। (৭) একজন বয়স্ক লোক লেখাপড়া শিখে তা যাতে ভুলে না যায়, সে ব্যবস্থা নিতে হবে। (৮) শিক্ষকদের উপযুক্ত ট্রেনিং দিতে হবে।

সর...

অন্যান্য জেলার প্রচার... দিনাজপুর জেলা প্রশাসনতো দিনাজ... অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক একজন (গণশিক্ষা) রয়েছেন। রয়েছে... পৃথক অফিস, কর্মচারী, যানবাহন। জেলা শিক্ষা দফতরও গণশিক্ষার ব্যাপারে খুবই তৎপর। এখান থেকে সরবরাহকৃত তথ্য প্রায়শঃই প্রচারিত হচ্ছে সরকারী প্রচার মাধ্যমগুলোতে।

বলা হয়েছে: গণশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় এ যাবৎ জেলার প্রায় সাড়ে ৩ লাখ মানুষ নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়েছে। ১১,১৯৫টি গণশিক্ষা কেন্দ্রে এসে এ যাবৎ ৩ লাখ ৪৭ হাজার ৬১০ জন অক্ষরজ্ঞানহীন খেটে খাওয়া মানুষ সাক্ষর হয়েছে। এদের মধ্যে ৭৫,৭৫৬ জন লিখতে, পড়তে ও বুঝতে পারে। বাকী ২ লাখ ৭১ হাজার ৮৯৪ জন সহজে স্বাক্ষর দিতে পারে।

এই জেলার ৩১৫২টি গ্রামে প্রায় ৫ লাখ ৮৭ হাজার ৯২৭ জন নিরক্ষরকে সাক্ষর করে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এজন্যে ১১,৭৩২ জন কর্মী কাজ করে যাচ্ছেন।

৬৬টি কেন্দ্রে
২০৩৪ জন পুরুষ-মহিলার পরীক্ষা
নেয়া হয়। এদের মধ্যে - - - - -

প্রাপ্ত নম্বর	পড়ার জন্যে		লেখার জন্যে		গণনার জন্যে	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
১-৪ নম্বর পেয়েছে	১৯৮ জন	৭৩ জন	৪১৯ জন	১১২ জন	৪১৮ জন	১২৪ জন
৫-৯ ,, ,,	১৪৫ ,,	৪৫ ,,	১৫২ ,,	৩৮ ,,	১৫০ ,,	৩৪ ,,
১০-১৪ ,, ,,	৩৫৩ ,,	৮৯ ,,	৩৫০ ,,	৯৩ ,,	১৬৮ ,,	৪২ ,,
১৫-১৯ ,, ,,	৪৮৪ ,,	১০৭ ,,	৩১৯ ,,	৭৯ ,,	২৩৫ ,,	৫৯ ,,
২০-২৪ ,, ,,	২৫২ ,,	৯০ ,,	২৬৩ ,,	৮৯ ,,	৩০৪ ,,	৯১ ,,
২৫-এর উর্ধে ,,	১৫৯ ,,	৩৯ ,,	৮৮ ,,	৩২ ,,	৩১৬ ,,	৯৩ ,,

ক্লাস বর্জন করেছে:

পারিবারিক অসুবিধার জন্যে	দৈহিক অসুস্থতার জন্যে	কাজের ক্ষতি হয় বলে	কঠিন পাঠ্য বইয়ের কারণে	পাঠ্য দানের ত্রুটির কারণে	অন্যান্য কারণে
৭৮৯ জন	৪৪ জন	৫৯৯ জন	১০ জন	১৪ জন	২৭৫ জন

উপস্থিতি:
৬৬টি গণশিক্ষা কেন্দ্রে

	পুরুষ	মহিলা
প্রথম দিনের উপস্থিতি—	২৬৫৩ জন	১১১২ জন
তথ্য গ্রহণ দিনের উপস্থিতি—	১৫৯১ ,,	৪৪৩ জন